গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব প্রশাসনের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mopme.gov.bd

স্মারক-৩৮.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০১.২০-১০২

তারিখঃ ০২ চৈত্র ১৪২৬ / ১৬ মার্চ ২০২০

**বিষয়ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক মতবিনিময় সভায় দিকনির্দেশনা প্রদান।**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম গত ০৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিটিআই সুপার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, শিক্ষক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন শেষে উক্ত কর্মকর্তাগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা করা হয়। মতবিনিময় সভায় নিম্নবর্ণিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়:

১। প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় উপস্থাপন, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কার্যবিবরণী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।

২। প্রত্যেক শিক্ষকের লেসন প্ল্যান প্রস্তুতপূর্বক শ্রেণি পাঠদান পরিচালনার বিষয়টি প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিশ্চিত করা।

৩। প্রতিদিন সময়মত বিদ্যালয়ে আগমন-প্রস্থানসহ শ্রেণিকক্ষে গমন নিশ্চিত করা।

৪। "One day one word" কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫। বিদ্যালয়ে ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করা।

৬। নিয়মিত পঠন ও লিখন দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রতিদিন ১ পৃষ্ঠা করে বাংলা ও ইংরেজি হাতের লিখা বাড়ির কাজ হিসেবে প্রদান ও মূল্যায়ন করা এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৭। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বর্ণ পরিচয়, সংখ্যার ধারণাসহ মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৮। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিতকরণ।

৯। বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের ব্ল্যাক বোর্ডে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সংখ্যাসহ মনিটরিং তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা।

১০। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

১১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের সন্তান-সন্ততিরা কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তার তথ্য সংগ্রহ করা।

১২। বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষক সমন্বয় করা।

১৩। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে আলাদা হোম ভিজিট রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং হোম ভিজিটের সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করা। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক হোম ভিজিটের প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে কর্মকর্তাগণ তা যাচাই করণ।

১৪। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ক্লাশ রুটিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট সংরক্ষণ করবেন এবং ক্লাশ রুটিন অনুসরণপূর্বক শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা যাচাই করা।

১৫। প্রত্যেক শিক্ষকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা।

১৬। প্রত্যেক সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রতি মাসে কমপক্ষে ০২টি বিদ্যালয় cross visit করবেন। পরিবদর্শন প্রতিবেদনের প্রিন্ট আউট নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা।

১৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাসিক বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের উল্লিখিত পারফরমেন্সের ভিত্তিতে উত্তম বিদ্যালয় এবং চলতি মানের নিম্নে বিদ্যালয়ের নাম প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন।

১৮। পাঠদানে দূর্বল শিক্ষক চিহ্নিত করে প্রয়োজনে একাধিকবার প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১৯। উপজেলায় বিদ্যালয় বিহীন গ্রামের তালিকা প্রস্তুতকরণ।

২০। প্রতিটি বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ড, সঠিক পরিমাপ ও রং অনুযায়ী পতাকা যথাযথ উত্তোলন নিশ্চিতকরণ।

২১। দৈনিক সমাবেশে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ, শপথ বাক্য পাঠ, জাতীয় সংগীত পরিবেশনসহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে অনুশীলন করণ।

২২। শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলার দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন করানো এবং ইউনিয়ন, ক্লাস্টার ও উপজেলা পর্যায়ে উপস্থিত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

২৩। প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষ, অফিস কক্ষ, ওয়াশ ব্লক, মাঠ পরিস্কার রাখাসহ সপ্তাহে অন্তত ১দিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা।

২৪। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ প্রতিদিন একাধিক বিদ্যালয় আকস্মিক ভিজিট করা।

২৫। শ্রেণি শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর বাবা-মা/অভিভাবকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা।

২৬। শিক্ষকদের পরিপাটি পোষাক ও শিক্ষার্থীদের শতভাগ ইউনিফর্ম পরিধান নিশ্চিত করা।

২৭। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারেতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মান, পদ্ধতি এবং বাস্তবায়ন যথাযথ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং।

২৮। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের সাথে সকল কাজের সমন্বয় সাধন করা।

২৯। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে প্রশিক্ষণের সময় উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নসহ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হলো।

১৬/৩/২০২০

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ফোন-৯৫৪৬০৩৮

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩। সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫। ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

স্মারক-৩৮.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০১.২০-১০২

তারিখঃ ০২ চৈত্র ১৪২৬ / ১৬ মার্চ ২০২০

**অনুলিপি:**

১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
২। জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব প্রশাসনের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mopme.gov.bd

স্মারক-৩৮.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০১.২০-

তারিখঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০১ জুন ২০২০

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভার্চুয়াল সভায় প্রদত্ত দিকনির্দেশনা

সভার স্থান : জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
তারিখ : ১৬ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১:০০ টা
অংশগ্রহণকারী :

- বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
- সুপার, পিটিআই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মেহেরপুর
- সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৌলভীবাজার
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৌলভীবাজার জেলার (সকল) উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইন্সট্রাক্টর(ইউআরসি), মনিটরিং অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক(মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) ও অন্যান্য শিক্ষক প্রতিনিধি।

সভার শুরুতেই সভাপতি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। নিজে সচেতন থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারনে ছাত্র/ছাত্রীগণ লেখা পড়ায় যাতে পিছিয়ে না পড়ে সে বিষয়ে ভার্চুয়াল সভায় নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হয়।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট সংরক্ষিত আছে। তবে সকল শিক্ষকের মোবাইল নম্বর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

- প্রত্যেক শ্রেণি-শিক্ষক তাঁর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গ্রুপে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি গ্রুপের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের সময় নির্ধারনপূর্বক গ্রুপকে পূর্বেই অবহিত করবেন।

❖ প্রথমে শ্রেণি-শিক্ষক শিক্ষার্থী/অভিভাবকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণ শ্রেণি-শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে লেখাপড়ার বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন। এ বিষয়ে শ্রেণি-শিক্ষক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন।

❖ শ্রেণী শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ সমস্যার সমাধান করবেন এবং যে সকল বিষয়ে তার পক্ষে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবেনা সে সকল ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন।

❖ প্রত্যেক শ্রেণি শিক্ষকের নিকট ঐ শ্রেণির সকল বিষয়ের এক সেট করে এবং অন্যান্য শ্রেণির যে সকল বিষয়ের তিনি পাঠদান করেন সে সকল বিষয়ের এক সেট করে পাঠ্যবই তাঁর নিকট আবশ্যিকভাবে রাখবেন।

❖ শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণ পাঠসংক্রান্ত যে কোন সমস্যার সমাধান পরামর্শ খুব সহজেই শ্রেণী শিক্ষকের নিকট থেকে পাবেন এরূপ আস্থা সকল শিক্ষককে অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীর সাথে পিতৃ ও মাতৃসুলভ এবং অভিভাববের সাথে বিনয়ী আচরণ করতে হবে।

❖ লেখাপড়ার বিষয়টি মনিটরিং এর পাশাপাশি শ্রেণী শিক্ষকগণ কোভিড-১৯ সম্পর্কে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সচেতন করবেন। শারীরিক দূরুত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়েও পরামর্শ প্রদান করবেন।

❖ শ্রেণি-শিক্ষক/বিষয়-শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী/অভিভাবকের সাথে লেখাপড়া সংক্রান্ত প্রতিদিনের ফোনালাপের পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করে প্রধান শিক্ষকের নিকট সরবরাহ করবেন। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের শ্রেণি-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক হতে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

❖ প্রধান শিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো সূচারুরূপে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

❖ প্রত্যেক সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ১ম-৫ম শ্রেণির সকল বিষয়ের ০১(এক) সেট করে পাঠ্যবই নিজের নিকট সংরক্ষণ করবেন এবং প্রধান শিক্ষক, শ্রেণি-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন এবং পাঠদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

❖ সকল মনিটরিং কর্মকর্তাগণ চলমান পাঠান কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

❖ প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের এ সকল কার্যক্রম আবশ্যিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করাসহ তাদের সম্পৃক্ত করবেন।

❖ প্রত্যেক শিক্ষকের উপর ন্যস্ত সরকারি যাবতীয় কাজ নিজেকেই করতে হবে।

❖ উপজেলা শিক্ষা অফিসের সাথে সমন্বয় করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এর ইন্সট্রাক্টরগণ তার উপজেলার ২০-২৫ জন শিক্ষকের গ্রুপ করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন

প্রশিক্ষণের উপর ভার্চুয়াল মতবিনিময় করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

❖ সুপার, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের সাথে সমন্বয় করে তাদের আওতাধীন প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যক্রমের মনিটরিংয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

❖ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করতে হবে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বিক সমন্বয় সাধন করবেন।

০১/৬/২০২০
(মোঃ তাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ফোন-৯৫৪৬০৩৮

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/মেহেরপুর/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩। সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/মেহেরপুর

স্মারক-৩৮.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০১.২০

তারিখঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০১ জুন ২০২০

**অনুলিপি:**

১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
২। জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/মৌলভীবাজার
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৪। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সকল বিভাগ।

০১/৬/২০২০
(ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৮.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০১.২০- ১১

তারিখঃ ১৮ আষাঢ় ১৪২৭ / ০২ জুলাই ২০২০

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভার্চুয়াল সভায় প্রদত্ত দিকনির্দেশনাঃ

| | | |
|---|---|---|
| সভার স্থান | : | ভার্চুয়াল সভা |
| তারিখ | : | ০২ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ |
| সময় | : | দুপুর ০২:০০ ঘটিকা |

অংশগ্রহণকারী:

০১। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সকল বিভাগ।
০২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার ও পিরোজপুর।
০৩। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভায় সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা এবং সভাপতি কর্তৃক ১৬-০৫-২০২০ তারিখের ভার্চুয়াল সভাসহ সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ জানান মাঠ পর্যায়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ

১। সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট সংরক্ষিত আছে। এছাড়া শিক্ষকদের মোবাইল নম্বর প্রত্যেক শিক্ষার্থী/অভিভাবকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
২। প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষক তাঁর শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে গ্রুপে বিভক্ত করে মুঠোফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত রেখেছেন।
৩। শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণ শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানসহ যে কোন সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর সাথে পিতৃ ও মাতৃসুলভ এবং অভিভাবকদের সাথে বিনয়ী আচরণ করছেন।
৪। 'One day one word' এর কার্যক্রম মুঠোফোনের মাধ্যমে চলমান আছে।
৫। লেখাপড়ার বিষয়টি মনিটরিংয়ের পাশাপাশি শিক্ষকগণ কোভিড-১৯ সম্পর্কে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সচেতন করার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়েও নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছেন।
৬। শ্রেণিশিক্ষক/বিষয়-শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী/অভিভাবকদের সাথে লেখাপড়া সংক্রান্ত প্রতিদিনের ফোনালাপের পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করে প্রধান শিক্ষকের নিকট সরবরাহ করছেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ অব্যাহত রেখেছেন।
৭। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ চলমান পাঠদান কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রেখেছেন।
৮। উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ শিক্ষকদের সাথে পর্যায়ক্রমে ক্লাস্টারভিত্তিক ভার্চুয়াল/অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পাঠদানে মনোযোগী হয়েছে।
৯। ইউআরসি ইন্সট্রাকটরগণ গ্রুপ করে শিক্ষকদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে শিক্ষকগণ সহজে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

১০। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ প্রায়শই ভার্চুয়াল সভা/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন এবং সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করছেন।

১১। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ তার আওতাধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা করছেন।

১২। সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর হতে শিক্ষকগণ সেলফ মোটিভেটেড হয়ে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের পরিবারকে সাহায্য/ত্রাণ দিয়ে আসছেন।

১৩। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহযোগিতা করা হচ্ছে।

উপরোক্ত কার্যক্রমের বিষয়ে সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সভাকে জানান যে, গত ১৮.০৬.২০২০ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাগুরা ও মেহেরপুর জেলার শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অংশীজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাগুরা ও মেহেরপুর জেলার মেন্টরগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সার্বক্ষনিক তদারকি এবং গৃহীত কার্যক্রমের ফলে জেলা দুটিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন হয়েছে। উক্ত সভায় জেলা দুটিতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সকল জেলায় সম্প্রসারিত করা যেতে পারে বলে সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন মর্মেও তিনি জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ণিত জেলা দুইটিতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ প্রতি বিভাগের কমপক্ষে একটি জেলায় সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অংশগ্রহণকারী সকলে একমত পোষণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

১। 'One day one word' এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

২। শিক্ষকগণ ১৫ দিন পরপর শিক্ষার্থীর পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে আপেক্ষিক মূল্যায়ণ করবেন এবং মূল্যায়ণের জন্য ডাইরি সংরক্ষণ করবেন। এতে বিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষকগণ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তাদের প্রতি অধিকতর যত্নশীল হতে পারবেন।

৩। আনন্দের সাথে পাঠদানের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করতে মুঠোফোনে/ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।

৪। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। শ্রেণিশিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক রুটিন করে নির্দিষ্ট শ্রেণির ৬-১০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিদিন পাঠদানের বিষয়ে মুঠোফোনে কথা বলবেন। অভিভাবকের সাথে আলোচনাপূর্বক সুবিধাজনক সময় নির্ধারণ করে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৬। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ তার আওতাধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা অব্যাহত রাখবেন।

৭। কোভিড-১৯ সংক্রমনের ফলে যেসকল শিক্ষার্থীর স্থানান্তর ঘটেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে বর্তমানে অবস্থানরত এলাকার মোবাইল পাঠদান নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্তকরণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসার/ উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার/ প্রধান শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তার জেলার বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজের তালিকা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসক বিদ্যালয়ের মেরামত কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণ বিষয়ভিত্তিক ১৫-২০ জন শিক্ষকের গ্রুপ করে জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। পরবর্তীতে অনলাইনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে তা সহজ ও গতিশীল হবে।

১০। প্রধান শিক্ষক ১৫ দিন পরপর বিদ্যালয়ের কক্ষসমূহ ও বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির জন্য নির্ধারিত মোবাইল নম্বর ছাড়াও বিকল্প আরেকটি নম্বর সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১২। সংসদ টিভির পাঠদান কার্যক্রম যাতে শিক্ষার্থীরা দেখে সে ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে।

১৩। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে কেবল টিভির মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৪। অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৫। অভিভাবককে সচেতন করতে এস.এম.সি-কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৬। শিক্ষকগণ কর্তৃক সেলফ মোটিভেটেড হয়ে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের পরিবারকে সাহায্য/ত্রাণ সরবরাহ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

১৭। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা স্থানীয় প্রশাসনকে সময়ে সময়ে অবহিত করতে হবে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ নিরাপত্তা, জীবন-জীবিকা এবং আনন্দের সাথে পাঠদান বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থেকে দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৭/২০২০
(মোঃ তাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং ৩৮.০০২.০২৩.০০.০০.০০১.২০০৬- ৬২১

তারিখঃ ২২ আষাঢ় ১৪২৭ / ০৬ জুলাই ২০২০

**বিতরণঃ**

০১। বিভাগীয় উপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, (সকল বিভাগ)।
০২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
০৩। সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই (সকল)।

**সদয় অবগতি/কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, ডিপিই/বিএনএফই/সিপিইআইএমইউ/নেপ।
৩. যুগ্মসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. উপপ্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. উপসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিস্টেম এনালিস্ট/ প্রোগ্রামার/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাঁকে অফিস আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. অফিস কপি।

০৬/০৭/২০২০
( ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ )
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪০৯১